গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং-৩৭.২৬.০০০০.১১৪.৪০.০০১.২০-২৩৪ তারিখঃ ০৩ আগস্ট ২০২০

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ প্রদান

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ (International Mother Language National Award 2021)" এবং "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১ (International Mother Language National Award 2021)" প্রদান করা হবে।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯/০৯ পৌষ ১৪২৬-এর ৩৭.০০.০০০০.০৮২.২২.০০৫.১৬.১৫৫১ সংখ্যক পদক নীতিমালা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ২ (দুই)-টি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১ (International Mother Language National Award 2021)" প্রদানের জন্য বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-র নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে (ছকটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯-এর পরিশিষ্ট ক/খ অংশে পাওয়া যাবে) আবেদনপত্র/প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে। উপর্যুক্ত নীতিমালা এবং ছকটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ওয়েবসাইট www.imli.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

৩। উপরিউক্ত পদক নীতিমালা প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ৭.০-এ পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং অনুচ্ছেদ ৮.০-এ বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্তব্য আবেদনপত্র/প্রস্তাবাদি বিবেচনার জন্য বাছাই কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর আবেদনপত্র/প্রস্তাব-এর তিন প্রস্ত হার্ড কপি **৩১ আগস্ট ২০২০** তারিখের মধ্যে ডাকযোগে/সরাসরি প্রেরণের অনুরোধ করা হলো এবং একই সঙ্গে আবেদনপত্র/প্রস্তাব-এর সফটকপি (এমএস ওয়ার্ড ও পিডিএফ আকারে) imli.moebd@gmail.com ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক imli.msmoebd@gmail.com ই-মেইলে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে। **৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখ অফিস সময়ের পর প্রেরিত আবেদনপত্র/প্রস্তাব (হার্ড ও সফট কপি) কোনভাবেই গ্রহণ করা হবে না।** উল্লেখ্য, পদকের জন্য বিবেচ্য প্রার্থীর ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কর্মকৃতি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপক ব্যক্তির সমগ্র জীবনের বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবদান বিবেচনাযোগ্য হবে।

৪। **ডাকযোগে প্রেরণের ঠিকানাঃ**

সদস্য-সচিব
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক বাছাই কমিটি
ও
পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা)
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

৫। **পদকের মান**

পদক হিসেবে ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ১৫ (পনেরো) গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক (Gold Medal), সম্মাননাপত্র এবং ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

৬। **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

৬.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদান;

৬.২ মাতৃভাষাচর্চায় প্রমাণিত বিশেষ অবদান (প্রমাণঃ প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ);

৬.৩ মাতৃভাষার গবেষণায় বিশেষ অবদান;

৬.৪ মাতৃভাষার সংরক্ষণ, প্রমিতায়ন, পুনরুজ্জীবন এবং মাতৃভাষাচর্চার বিকাশে ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ অবদান;

৬.৫ বহির্বিশ্বে মাতৃভাষা প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান;

৬.৬ মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলি বিদেশি ভাষায় অনুবাদে বিশেষ অবদান (প্রমাণঃ প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ);

৬.৭ বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা ভাষায় অনুবাদে বিশেষ অবদান (প্রমাণঃ প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ)।

৭। **আবেদন বা প্রস্তাবের জন্য বিবেচ্য বিষয়াদিঃ**

৭.১ নির্ধারিত ছকে (পদক নীতিমালার পরিশিষ্ট - ক/খ) ও পূর্ব-উল্লিখিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র বা প্রস্তাবের ০৩ (তিন) কপি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে বাছাই কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট ডাকযোগে বা সরাসরি প্রেরণ করতে হবে এবং এর সফট কপি চাহিদামত নির্ধারিত ই-মেইলে পাঠাতে হবে;

৭.২ আবেদনপত্রে বা প্রস্তাবে অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য বা অস্পষ্ট বর্ণনা এবং অভিজ্ঞানপত্র/সনদ/প্রশংসাপত্র (টেস্টিমোনিয়াল/সার্টিফিকেট) সংযোজিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

৭.৩ কোনো শ্রেণিতে (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে পদক প্রদান সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য স্থগিত থাকবে;

৭.৪ একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক'-এর জন্য দ্বিতীয়বারের জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭.৫ এই পদক মরোণোত্তর (posthumous) প্রদেয় নয়। কিন্তু প্রাপক হিসেবে নাম ঘোষণার পর কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর পক্ষে পরিবারের উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারিণীদের মধ্য থেকে নির্ধারিত কেউ অথবা উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারিণী না থাকলে উপযুক্ত কেউ তা গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্য প্রচলিত নিয়মে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার বা ওয়ারিশান সনদে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের/সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে;

৭.৬ বাংলাদেশের নাগরিক স্বদেশে অবস্থানকালে পদক প্রাপকরূপে চূড়ান্তভাবে নাম ঘোষণার পর যদি বাংলাদেশের বাইরে গমন করেন অথবা সেখানে অবস্থান করেন এবং তাঁর পক্ষে বাংলাদেশে এসে পুরস্কার গ্রহণ সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস (যদি থাকে) থেকে পদক গ্রহণ করতে পারবেন। তবে বিষয়টি আমাই কর্তৃপক্ষকে পূর্বে অবহিত করতে হবে। অনুরূপ ব্যবস্থা পদক প্রাপক হিসেবে নাম ঘোষণার পর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারিণীর যথার্থতা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক যাচাইপূর্বক পদক প্রদান করা হবে। এ সংক্রান্ত পদক বিতরণ অনুষ্ঠান দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং দূতাবাস প্রধান পদক প্রদান করবেন।

৮। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটসমূহে দেখা যাবে। **অনিবার্য কারণে বিজ্ঞপ্তিটির সংশোধন অথবা বিজ্ঞপ্তিটির কোন বিশেষ অংশ সংশোধনকরণের ক্ষেত্রে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি অথবা বিজ্ঞপ্তিটির সংশোধিত অংশ কেবল নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটসমূহে আপলোড করা হবে।**

www.shed.gov.bd, www.mofa.gov.bd, www.en.unesco.org, www.imli.gov.bd, www.dshe.gov.bd, www.ugc.gov.bd, www.bncu.gov.bd, www.naem.gov.bd, www.banbeis.gov.bd

ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী
সভাপতি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক বাছাই কমিটি
ও
মহাপরিচালক
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
টেলিফোনঃ +৮৮ ০২ ৮৩৯১৩৪৬
ই-মেইলঃ imtiazali.du@gmail.com
imli.msmoebd@gmail.com

জিডি-১২২৬

COVID-19 FALLOUT

Even educated farmers are not spared

MINTU DESHWARA, *Moulvibazar*

Alauddin Muhammad Tawfiq at his garden in Isabpur village of Moulvibazar's Srimangal upazila. | PHOTO: COLLECTED

Summer fruits like watermelon sell very well during normal times, when sweeter and vibrant coloured fruit varieties usually sell better. But this year's summer is like no other.

Even a succulent watermelon with a punch of yellow coloured flesh did not stand a chance this summer when the country has remained under the grip of Covid-19 pandemic fear.

Alauddin Muhammad Tawfiq, a master's degree holder, who introduced this yellow-fleshed variety to Srimangal this year, said he lost around Tk 4 lakh to the pandemic despite a bountiful harvest.

With the hope to sell most of his harvest to customers he had lined up in Dhaka, Alauddin spent Tk 7 lakh to plant seven thousand seedlings of the Thai watermelon variety, known as 'Kania'.

His yellow watermelon garden is spread out on eight bighas of land in Isabpur village of Moulvibazar's Srimangal upazila.

But by the time all the hard work and money he invested on the garden, Covid-19 got a hold over the country. And the time to harvest the watermelons came amid various precautionary health measures -- including restrictions on public transport -- imposed across the country.

Alauddin eventually lost the prospective sales in Dhaka and the ripe fruits started rotting in his garden as local fruit traders also turned away from buying the fruits from him.

He said even the most hesitant person who tried the yellow watermelon from his garden liked it very much, but the local fruit traders did not show any interest in buying it from him due to the pandemic fear.

As such, Alauddin has been selling the produce below its cost of production in an effort to keep the losses to a minimum. Now he is selling each watermelon, weighing between five and six kilograms, for Tk 100 to Tk 360 to local individual buyers.

When he first undertook this farming project, his primary plan was to recover the investment mainly from sales in Dhaka. He would later on concentrate on local sales for additional earnings.

With that objective in mind, he learned grafting techniques at local agriculture office and produced all the yellow watermelon seedlings by himself. After about 75 days, the plants started bearing fruits.

Selling the fruits online did not cross Alauddin's mind as he had confidence in the sales prospect he had developed with wholesale traders in Dhaka. But plummeting demands in Dhaka due to the Covid-19 restrictions ruined everything for him.

Afterwards, his attempts to entice the local traders into buying the yellow-fleshed tastier watermelon also failed as none of them were even procuring the native watermelon over the past few months, Alauddin said.

Sales volume of any commodity will not increase unless out-of-town wholesalers and tourists start visiting different growers across the country, he said adding that regardless how much obstacle the nature throws at him, he will grow the yellow-fleshed watermelon again next year, said a resolute Alauddin.

Rathindra Deb, deputy assistant agriculture officer in Sreemangal, said when educated youths like Alauddin get involved in farming, educated but unemployed locals also get inspired.

Soil in Srimangal is suitable for watermelon cultivation and the agriculture office in Srimangal upazila helped Alauddin with necessary advice when he expressed his intension in cultivating the yellow watermelon, a new variety of the fruit for the upazila, said Nilufar Yasmin Munalisa Sweety, agriculture officer in Srimangal.

While it is expected that under the changed scenario of pandemic scare, government departments concerned would come up with effective online initiatives to help grassroots farmers connect with buyers in different parts of the country, the activities of the Department of Agricultural Extension (DAE) seem to be limited only in issuing travel passes for vehicles transporting produce to Dhaka or other towns during travel restrictions.

Asked what they were doing for farmers like Alauddin, who does not know how to find buyers for his produce, Kazi Lutful Bari, deputy director of DAE in Moulvibazar, said they have been helping farmers sell their produce in upazila towns and, if anyone needs to transport their produce to Dhaka, they issue travel passes.

IMPACT OF COVID-19

Jhenidah eel hunters in utter despair

AZIBOR RAHMAN, *Jhenidah*

The eel hunters in the district have been passing hard days due to coronavirus outbreak.

Local hunters said some 1000 people of Das community (low- caste Hindu) live by catching and selling eel. A huge quantity of Eels are exported to China. But eel export from Bangladesh has come to a halt due to the outbreak of coronavirus.

The hunters added that consequently, its price has fallen drastically. Before the pandemic, they sold per Kg of eel fish at Tk 300 but now per Kg is sold at Tk 100. They cannot maintain their family with the low income.

Eel hunter Rup Kumar of Bejpara village in Kaliganj upazila said around 80 men in the area live by catching the fish. They sell the eels to local trader Gopal Chandra Das.

Kumar further said that Gopal purchased per kg of eel at Tk 300 from them before March 8, but he is now not buying the fish as its demand has fallen sharply in the market.

Eel exports to China have been suspended due to the coronavirus outbreak, leaving the hunters of Jhenidah in utter despair. | PHOTO: STAR

As a result, he has to pass most of his days either remaining half-fed or unfed, said the eel hunter.

Anothet hunter Bablu Das of Mahadebpur village in the same upazila said he is passing very hard days with his family.

He caught three to four kg of eels every day and sold at Tk 250 to Tk 300 per Kg before the pandemic, said Bablu, adding that but at present, he sells per kg of eel at Tk 100. This scanty income is too small to meet the daily needs.

His son is a student of Class VII, said Bablu, adding that how will I spend his education expenses with the low income from now?

Eel trader Gopal Chandra Das said the family members of the hunters are completely dependent on eel catching.

Gopal added that he usually provides two tonnes of eels to Dhaka per week and other traders provide about four tonnes. But at present, they are incurring losses as the demand of the eel has fallen drastically in the market. The eel hunters are passing miserable days in the challenging time.

He further said the government is providing financial support to every sectors in this time of crisis. So, the government should come forward to help the hunters financially as they are extremely very poor. The eel hunters have no other alternative jobs to earn their livelihood and maintain their families.

Kaliganj upazila fishery officer Saidur Rahman Reza said they have a project on eel farming. If it is implemented, the eel hunters will be benefited.

Like many other areas, Sadar Road in Patuakhali town remained under knee-deep water for the last couple of days. | PHOTO: SOHRAB HOSSAIN

TIDAL SURGE, LOW IN BAY

Patuakhali town flooded

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

The low-lying areas of the district have remained under water for the last couple of days as different rivers flowed over the danger level during high tide amid heavy monsoon rain due to a low in the Bay of Bengal.

At least 25 villages of Rangabali, Kalapara, Baufal and Mirzaganj upazilas as well as many places in Patuakhali town have been flooded with tidal surges.

Visiting Patuakhali municipality on Thursday noon, this correspondent saw different areas including Government Women's College Road, Old SDO Road, Post Office Road, Natun Bazar Area, Roads and Highways Road, Nawab Para, Centre Para, and Puran Bazar under knee-deep water.

As a result, the movement of people and vehicles is badly disturbed.

Patuakhali municipality Mayor Mohiuddin Ahmed said, "The problem remains as the previous mayor of the municipality did not properly implement the town protection embankment project. Action is being taken to solve this problem."

According to the Patuakhali Met Office, Payra seaport showed signal No 3 as the sea is rough due to adverse weather under the impact of strong monsoon wind.

Senior meteorologist Mahbuba Khushi said 140 mm of rainfall was recorded in 24 hours from 12 noon on Wednesday to 12 noon on Thursday.

Ansar Mollah, president of the Alipur Fishermen's Association, said many trawlers have taken shelter at Alipur and Mohipur fish landing stations in the district as the Bay has become rough.

Hridayeshwar Dutta, deputy director of the Department of Agricultural Extension in Patuakhali, said, "It has been raining for several days. The crop fields in low-lying areas were flooded with tidal water. This will not cause much damage to the Aman crop as water receded during low tide. However, there is risk of damage to vegetable fields."

Khan Mohammad Waliuzzaman, executive engineer of the Patuakhali office of the Water Development Board, said the water of different rivers in the district, including Payra, Agunmukha and Andharmanik, flowed around eight centimetres above the danger level on Thursday noon.

Belgravia

4 Bedroom Apartments
Single Apartment Per Floor
at Bashundhara Residential Area

Please feel free to
Call 16687
Or Mobile: 01713 367486, 01714 016717
01713 098449

Asset DEVELOPMENTS
Asset Developments & Holdings Ltd
91 Gulshan Avenue